নদীর বুকেতে চড়া কত ,
বিপদ আপদ চারিধার,
জোয়ার চলিয়া গেলে পরে
আসিবে না—আসে নাকো আর।
তুলে দাও—তুলে দাও পাল
সুবাতাস বহে যতক্ষণ,
সময় চলিয়া যদি যায়
বৃথা তালে তা'র অন্বেষণ,
বৃথা—যবে শিয়রে শমন
কাল—কাল—কেন অকারণ ?
আর নয়—ছেড়ে দাও তরী
এই বেলা এই শুভক্ষণ,
মরণের পরপারে হবে
পথ শেষ—সুখের মরণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

জীবনের ধ্রুবতারা।

কাহার মূরতি করিয়া ধেয়ান
চলেছি জীবন-পথে
কাহারই পুণ্য পদরেণু-কণা
লয়েছি সাদরে মাথে।
দেবতা আমার সাধনা আমার
চির-আরাধিত স্বামী
তাঁহারি চরণ করিয়ে স্মরণ
জীবন যাপিব আমি।
অশেষ দুখেতে ভরা এ জগত
অসার আঁধারে ঢাকা

অবোধ আমরা তাই—ছুটে যাই
গিয়ে দেখি সব ফাঁকা।
মায়ার ছলনে ভুলিয়া সবাই
বিপথে যাই গো পাছে—
তাই জেনে তুমি উদার-হৃদয়
বিবেকে রেখেছ কাছে।
যদি, করমের পথে হ'তে আগুয়ান
তোমারে যাই গো ভুলে
হইয়ে উদয় হৃদয়-আকাশে
দিক্ দিয়ো ঠিক্ বলে।
অপর বাসনা নাহিকো কিছুই
শুধু, আশিষ করগো দান
যেন, করিয়া সাধিত 'মানব-করম'
দেহ হয় অবসান।
পাপ হ'তে যেন থাকি সদা দূরে
যেন,—ভ্রান্তি হইতে সরিয়া
সদা, ধরমের স্রোত বয় যেন হৃদে
ফল্গুর বেগ ধরিয়া।
কি আছে আমার কি দিয়ে পূজিব
নাইকো ফুলের মালা
শুধু, ভকতি-কুসুম অশ্রুনীরে মাখি
এনেছি ভরিয়ে ডালা।
তুমি গো মহান্ সাধক-প্রধান
আমি (তো) সাধনা জানি না
তাই মনে হয় অসার কুসুম
রাতুল চরণ পাবে কিনা?

শ্রীরামদেব চক্রবর্ত্তী
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'B' শাখা।